ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-৭: উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত

প্রশ্ন ▶১ পিতার মৃত্যুর পর গৃহশিক্ষক আসিফের তত্ত্বাবধানে নাবালক মুর্তজা সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্প দিনেই আসিফ লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠলে তাকে গুপ্তচর মারফৎ হত্যা করে মুর্তজা নিজ হাতে পরিপূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মুর্তজা তার রাজ্যে প্রশাসনিক কাজকর্ম রাতে করার সিদ্ধান্ত নেন। দোকানপাট, স্কুল মাদ্রাসাসহ সকল প্রতিষ্ঠান রাতে খোলা রাখার নির্দেশ দেন। আর দিনে সকলকে আরাম করতে বলেন। নির্জন গৃহে তিনি একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ও জনকল্যাণে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন।

[চা. বো. '১৭; বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. জওহর কে ছিলেন? ১

খ. 'আল-কাহিরা' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মুর্তজার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার ক্ষমতা গ্রহণের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মুর্তজার মতোই উক্ত খলিফাও বিচিত্র সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জওহর ছিলেন ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি এবং আল কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়াপত্তনকারী।

খ ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের শাসনামলে মিসরে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী 'আল-কাহিরা' নামে পরিচিত।

আল-কাহিরা অর্থ 'বিজয়ী শহর'। চতুর্থ ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করেন এবং খলিফার নির্দেশে কায়রোকে রাজধানীর উপযোগী করে নির্মাণ করেন। সরকারিভাবে কায়রোর নামকরণ করা হয় 'আল-কাহিরা' বা বিজয়ী শহর। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-কাহিরা' বা কায়রো রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মুর্তজার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের ক্ষমতায় আরোহণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ফাতেমি খলিফা আল-আজিজের মৃত্যুর পর পুত্র আল-হাকিম মাত্র ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ (৯৯৬ খ্রি.) করেন। তিনি নাবালক হওয়ায় পিতার আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বারজোয়ান তার প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু বারজোয়ান ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে এক পর্যায়ে আল-হাকিম গুপ্তচরের সাহায্যে তাকে হত্যা করে নিজে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেন। একই পরিস্থিতি উদ্দীপকে বর্ণিত মুর্তজার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

পিতার মৃত্যুর পর মুর্তজা গৃহশিক্ষক আসিফের তত্ত্বাবধানে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু আসিফ লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠলে মুর্তজা তাকে গুপ্তচরের সহায়তায় হত্যা করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। খলিফা আল-হাকিমও তত্ত্বাবধায়ক বারজোয়ানের অতিরিক্ত লোভ এবং অপতৎপরতাকে বরদাশ্‌ত করেননি। বারজোয়ান সেনাধ্যক্ষ ইবনে আমরকে পরাজিত ও হত্যা করে নিজেকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করলে আল-হাকিম তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করে তিনি তাকে হত্যা করেন এবং নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং উদ্দীপকের মুর্তজা এবং খলিফা আল-হাকিমের ক্ষমতা দখলের ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ উদ্দীপকের মুর্তজার মতোই খলিফা আল-হাকিমও রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে উদ্ভট, বিচিত্র ও খামখেয়ালিপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে কোনো যুক্তির বাধ-বিচার করেননি। নিজেদের ভালো লাগা এবং খামখেয়ালিপনায় তারা রাজ্য শাসন করেছেন। এমনই দুজন শাসক উদ্দীপকের মুর্তজা এবং ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম।

আল-হাকিম জটিল চরিত্রের অধিকারী এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন। তিনি জিম্মিদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেন এবং বহু খ্যাতনামা লোককে হত্যা করেন। তিনি খ্রিষ্টানদের গির্জা ধ্বংস করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার নির্দেশ দেন। ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আদেশ জারি করেন যে, দিনে কোনো কাজকর্ম করা যাবে না; দোকান বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। অন্যদিকে রাতে অফিস-আদালতের কাজকর্ম চলবে এবং বেচাকেনা অব্যাহত থাকবে। তিনি একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সুখ-দুঃখ অবলোকন করতেন। তিনি প্রায়ই মুকাত্তাম (কায়রোর নিকটে) পাহাড়ের ওপর একটি নির্জন গৃহে যেতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অনবদ্য অবদান রাখেন। তিনি আব্বাসীয়দের অনুকরণে বায়তুল হিকমার আদলে মিসরে দারুল হিকমা নামক বিজ্ঞানাগার নির্মাণ করেন (১০০৫ খ্রি.)। উদ্দীপকের মুর্তজাও এ ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য শাসন করেছেন। তিনিও আল-হাকিমের মতো রাতে ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কাজ-কর্ম করার এবং দিনে বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, মুর্তজার মতোই খলিফা আল-হাকিম উদ্ভট ও বিচিত্র সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য শাসন করেছেন।

প্রশ্ন ▶২ বঙ্গোপসাগরের নিঝুম দ্বীপে একজন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটে। উক্ত দ্বীপের অধিবাসীগণ অত্যন্ত সাহসী ও দুর্ধর্ষ হলেও তারা ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস করত। আগন্তুক সে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্থানীয় অধিবাসীদেরকে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বীপটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে সুপরিকল্পিতভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সেখানে একটি যুগোপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭; মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. দাঈ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দারুল হিকমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আগন্তুকের সাথে ফাতেমি খিলাফতের কোন ব্যক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ব্যক্তির চেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিই কালক্রমে অধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন— মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দাঈ' শব্দের অর্থ প্রচারক।

খ ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে একটি বিখ্যাত বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ করেন। এটি দারুল হিকমা নামে পরিচিত। বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মিশরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলী-ইবন-ইউসুফ এ জ্ঞানগৃহ নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা হতো। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে হাজির হতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানী ইবনে হায়সাম।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আগন্তুকের সাথে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর কাজের মিল রয়েছে।

পৃথিবীতে এমন কতক সেনাপতি রয়েছেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর একাগ্রতায় নতুন নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটেছে। আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী এ রকমই একজন সেনাপতি। তিনি তার অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকার সিংহাসনে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, বঙ্গোপসাগরের নিঝুম দ্বীপে একজন আগন্তুকের আবির্ভাব হয়। সেখানকার লোকজনের প্রাকৃতিক কিছু বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করার বিষয়টি জানতে পেরে তিনি তেমন কিছু কর্মকাণ্ড করে তাদেরকে নিজের পক্ষে নেন এবং পরবর্তীতে সেখানকার নেতৃত্ব গ্রহণ করে পরিকল্পনা মাফিক তার আধ্যাত্মিক নেতাকে এনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। একইভাবে আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী নবম শতকের শেষের দিকে আফ্রিকায় গমন করেন। কুসংস্কারে বিশ্বাসী এখানকার অধিবাসীদের তিনি ইসমাঈলীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী করে তোলেন। দলে দলে জনগণ তার সমর্থকে পরিণত হয়। তিনি উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত করে ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি তার আধ্যাত্মিক নেতা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে সিংহাসনে বসান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত আগন্তুকের সাথে আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর কর্মকাণ্ডই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত ব্যক্তির তথা আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর চেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক নেতা অর্থাৎ ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি বংশের সিংহাসনে বসে অধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা। তিনি ছিলেন পরম সৌভাগ্যবান মানুষ। সৌভাগ্যবশত তিনি আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর মতো একজন অনুসারী পেয়েছিলেন, যার সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

আল-মাহদী সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ, দূরদর্শী, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সকল বাধা-বিপত্তি, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে তার শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। মাহদী প্রথমে রাক্কাদায় রাজধানী স্থাপন করে কাতামা গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নবপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। এরপর সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক ও শঙ্কামুক্ত করতে তিনি আবু আবদুল্লাহ এবং ভাই আবুল আব্বাসকে হত্যা করেন। যদিও তারা ফাতেমি বংশের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে ৯১৬-৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাহদী কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহদীয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে মাহদী সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা ইত্যাদি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং সার্ডিনিয়ায় নৌ অভিযান চালান। তিনি ইদ্রিসি রাজ্য জয় করেন এবং লিবিয়া ও মৌরিতানিয়ার অনেক স্থান দখল করেন। উমর বিন হাফসুনের সাথে যোগাযোগ করে মাহদী স্পেন জয়েরও চেষ্টা করেন। তার এসব কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করে যে, তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, উত্তর আফ্রিকায় মাহদীর শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন এবং বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ফাতেমি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রশ্ন ▶ ৩ খলিফা জাহিন রহমান সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

[সকল বোর্ড-২০১৬; কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. 'দারুল হিকমা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের কোন খলিফার বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ফাতেমি বংশের খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে।

পিতা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর আবু তামিম মাদ 'আল-মুইজ' উপাধি ধারণ করে ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন। তিনি ফাতেমি খিলাফতের চতুর্থ খলিফা ছিলেন। তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা ফাতেমি সাম্রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ বৈশিষ্ট্যসমূহের খানিকটা উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফা জাহিন রহমানের মধ্যে লক্ষণীয়।

খলিফা জাহিন রহমান সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেখানে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি নিজেও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। শাসনক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ফাতেমি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা জাহিন রহমানের বৈশিষ্ট্যাবলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার অর্থাৎ আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

খলিফা আল-মুইজের সিংহাসন আরোহণ ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনকল্যাণমুখী এ শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার বলেই তিনি নিজ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষে উন্নীত করেন। উদ্দীপকে তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে খলিফা আল-মুইজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ফাতেমি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি খিলাফতের নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। মরক্কো, সিসিলি, মিসর বিজয় করে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তার অসাধারণ দক্ষতায় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করেন। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অমায়িক ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে প্রতিষ্ঠিত নানা স্থাপত্যকর্মে তার উন্নত রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত দিকগুলো উদ্দীপকে উল্লেখ নেই।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তার দক্ষতার সামান্য পরিচয়ই আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪ জাপানের রাজা হিরোহিতো যখন জনসমক্ষে আসেন তখন সবাই অবাক। তিনি তো তাদের মতোই একজন মানুষ। অথচ একদল পুরোহিত এতদিন বলে আসছিল তিনি মানুষ নন বরং দেবতা। পুরোহিতদের বলা এসব কাহিনি যখন রাজার গোচরে যায় তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, জনগণের মাঝে মিলেমিশেই দেশ শাসন করবেন। যে সমস্ত পুরোহিত এসব কাহিনি প্রচার করেছিল তাদের তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। রাজা হিরোহিতোর শাসন বিষয়ক সিদ্ধান্ত তাকে জাপানের প্রথম রাজা হিসেবে অমর করে রাখে। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

https://teachingbd24.com

ক. উত্তর আফ্রিকায় কোন বংশের শাসনকে উৎখাত করে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে ফাতেমি খিলাফত বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা হিরোহিতোর সাথে উত্তর আফ্রিকার কোন ফাতেমি খলিফার সামঞ্জস্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পুরোহিতদের প্রচারণার নিরিখে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর আফ্রিকায় আগলাবি বংশের শাসনকে উৎখাত করে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও নবিকন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
মূলত শিয়াদের ইসমাঈলীয়গণই উত্তর আফ্রিকায় ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ সালে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আর হযরত ফাতেমা (রা)-এর নামানুসারে বংশের নামকরণ করা হয়েছে বলে একে ফাতেমি খিলাফত বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা হিরোহিতোর সাথে ফাতেমি খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর সামঞ্জস্য দেখা যায়।
উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকায় ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচার এবং তাদের পক্ষে জোর প্রচারণা চালান। অবশেষে ইসমাঈলীয় ইমাম সাঈদ-বিন হুসাইনকে উত্তর আফ্রিকায় আমন্ত্রণ জানান।
৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সাঈদ বিন-হুসাইন জনসমক্ষে এসে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি নিয়ে ফাতেমি বংশের গোড়াপত্তন করেন। উত্তর আফ্রিকার সকল দলপতি আল-মাহদীর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলে তিনি প্রথমে রাক্কাদায় রাজধানী স্থাপন করে কাতামা গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নব প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। পরবর্তীকালে ৯১৬-৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাহদী কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহাদিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি মাল্টা, সিসিলি, কর্সিকা প্রভৃতি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন। এভাবে উত্তর আফ্রিকায় তার শাসন, শৃঙ্খলা স্থাপন, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন এবং বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ফাতেমি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঘ উদ্দীপকের পুরোহিতের প্রচারণার নিরিখে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর অবদান ছিল অপরিসীম।
৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী ইসমাঈলি মতবাদ প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ফাতেমি ইতিহাসে আশ-শিয়ী হিসেবে পরিচিত আবু আবদুল্লাহ ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা দেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অনলবর্ষী বক্তা আবু আবদুল্লাহর যোগ্য পরিচালনা, সুচতুর প্রচারণা ও চরিত্রবলে বার্বাররা কাতামা গোত্রে ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচার করে। এভাবে ইসমাঈলীয়রা আফ্রিকায় শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে।
উদ্দীপকের পুরোহিতরা যেভাবে রাজা হিরোহিতোকে দেবতা বলে জনগণের মাঝে পরিচিত করেছিলেন, ঠিক একইভাবে আবু আবদুল্লাহ ইসমাঈলীয় মতবাদে বিশ্বাসী সাঈদ ইবনে হুসাইনকে ইমাম মাহদী বলে জনসমক্ষে পরিচিত করেন এবং ফাতেমি খিলাফতে অধিষ্ঠিত করেন।
উত্তর আফ্রিকার আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহ (৯০৩-৯০৯) ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচারে বাধা দিলে আবু আবদুল্লাহর সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ যুদ্ধে জিয়াদতুল্লাহ পরাজিত হয়ে রাক্কাদায় পলায়ন করেন। আগলাবি রাজধানী দখল করে আবদুল্লাহ শিয়া ইমাম সাঈদ বিন হুসাইনকে রাক্কাদায় আমন্ত্রণ জানান। তবে পরে আবু আবদুল্লাহ সাঈদকে নিয়ে কায়রোয়ানে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ঘোষণা করেন। আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী ফাতেমি বংশের উত্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও পরবর্তীতে খলিফা মাহদী সন্দেহবশে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেন। একইভাবে রাজা হিরোহিতোও তাঁর সপক্ষের পুরোহিতদের শাস্তি প্রদান করেন।
সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের পুরোহিতরা এবং আবু আবদুল্লাহ শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখা সত্ত্বেও শাসকের রোষানলে পড়ে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হন।.

প্রশ্ন ▶৫ মি. "X" একজন মতাদর্শ প্রচারক। বিচক্ষণ ও দুর্দশাগ্রস্ত এই ব্যক্তি তার কাজের অনুকূলে প্রচার কার্য সফলভাবে পরিচালনা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে তার নেতাকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। অনেক ত্যাগ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি তার নেতাকে খিলাফতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ নেতাই তাকে হত্যা করে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. পাশ্চাত্যের মামুন কাকে বলা হতো? ১

খ. আল-মুইজের মিসর বিজয়ের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে "X" প্রচারকের সাথে ফাতেমীয় যুগের কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রচারকের করুণ পরিণতির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাশ্চাত্যের মামুন বলা হতো আল-মুইজকে।

খ সেনাপতি জওহর আল-সিকিল্লির সহায়তায় খলিফা আল-মুইজ ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করেন।
মিসর বিজয় ছিল খলিফা আল-মুইজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এটি তার জীবনের স্বপ্ন ছিল। তৎকালীন মিসরীয় শাসক কাফুরের অযোগ্য ও কুশাসনে অতিষ্ঠ জনগণ আল-মুইজকে মিসর বিজয়ে আমন্ত্রণ জানালে তিনি সেখানে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রায় বিনা বাধায় তার সুযোগ্য সেনাপতি জওহর আল-সিকিল্লি প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া ও পরে রাজধানী ফুস্তাত দখল করেন। এভাবে আল-মুইজের মিসর জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়।

গ উদ্দীপকের "X" প্রচারকের সাথে ফাতেমি যুগের আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর সাদৃশ্য রয়েছে।
পৃথিবীতে এমন কতক সেনাপতি রয়েছেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর একাগ্রতায় নতুন নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটেছে। আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী এ রকমই একজন সেনাপতি। তিনি তার অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশের প্রথম খলিফা হিসেবে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়।
মি "X" একজন মতাদর্শ প্রচারক। তিনি তার বিচক্ষণতা দ্বারা সফলভাবে প্রচারণা কাজ চালান। একটি প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে তিনি তার নেতাকে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত শাসক তাকে হত্যা করে। একইভাবে আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী নবম শতকের শেষের দিকে আফ্রিকায় গমন করেন। কুসংস্কারে বিশ্বাসী এখানকার অধিবাসীদের তিনি ইসমাঈলীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী করে তোলেন। দলে দলে জনগণ তার সমর্থকে পরিণত হয়। তিনি উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত করে ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি তার আধ্যাত্মিক নেতা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে সিংহাসনে বসান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত মতাদর্শ প্রচারকের সাথে আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর কর্মকাণ্ডই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ ফাতেমি বংশের উত্থানে ভূমিকা পালনকারী আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর করুণ পরিণতি সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন হলেও নৈতিক দিক থেকে যৌক্তিক নয়।
উত্তর আফ্রিকার ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিয়া মতবাদ প্রচারক আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তার কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যে তিনি আগলাবি বংশের ধ্বংসস্তুপের ওপর ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনিই

https://teachingbd24.com

পরবর্তীতে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হন। যে হত্যাকাণ্ড নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক হলেও ফাতেমি বংশের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন ছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায় "X" নামক একজন মতাদর্শ প্রচারক সফলভাবে প্রচারকার্য পরিচালনা করে তার নেতাকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। যিনি পরবর্তীতে তার নেতার মাধ্যমে নির্মমভাবে নিহত হন। অনুরূপ ঘটনা ফাতেমি বংশের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। শিয়া মতবাদ প্রচারক আবু আব্দুল্লাহ আগলাবিদের রাজধানী দখল করে তথায় আগলাবি বংশের ধ্বংসস্তুপের ওপর ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা রাখেন। কিন্তু এই সফলতা সত্ত্বেও আবু আব্দুল্লাহর পরিণতি ভালো হয়নি। তিনি স্বীয় ত্যাগ ও তৎপরতায় যাকে খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন সেই ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর হাতেই তাকে জীবন দিতে হয়। ওবায়দুল্লাহ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তার এ হত্যাকান্ড ছিল অত্যন্ত জঘন্য কাজ। কিন্তু নব প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি বংশের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার জন্য এ হত্যাকাণ্ড প্রয়োজন ছিল। কেননা আবু আব্দুল্লাহর প্রভাব এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, যেকোনো মুহূর্তে তার ইশারায় ফাতেমি বংশের পতন ঘটতে পারত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আবু আব্দুল্লাহর হত্যাকান্ড ছিল ইতিহাসের অন্যতম নির্মম ঘটনা। কিন্তু তৎকালীন বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ফাতেমি বংশের স্বার্থে এ হত্যাকাণ্ডের যথার্থতা ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬ ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দশম শতাব্দীতে একদল আলীপন্থী ইসমাঈলী শিয়া মতাবলম্বী মহানবির (স)-এর জনৈক কন্যার নাম ভাঙিয়ে উত্তর আফ্রিকায় একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. দারুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. কাকে এবং কেন পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? লেখো। ৩

ঘ. উক্ত বংশের সাংস্কৃতিক অবদান লেখো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-হাকিম দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন।

খ শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানের জন্য আল মুইজকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়।

মূলত আল-মুইজের সময়কাল ছিল মিসরে ফাতেমি শাসনকালের স্বর্ণযুগ। আল-মুইজ মিসরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় করে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং সমৃদ্ধিশালী একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সৈয়দ আমীর আলী তাকে পাশ্চাত্যের মামুন বলে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি আমার পাঠ্যবইয়ের ফাতেমি বংশের উত্থানের সাথে মিল পাওয়া যায়।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। এরা ছিল ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পরবর্তীতে ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালমিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

উদ্দীপকের ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যে বংশ মহানবি (স)-এর কন্যার নাম ভাঙিয়ে উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে এবং একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইসামাঈলীয় প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে কাতামা গোত্রের সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদতুল্লাহকে পরাজিত করে সাইদ বিন হুসাইনকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী আগলাবি বংশের ধ্বংসস্তুপের ওপর আব্বাসি খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে প্রতিষ্ঠিত এ বংশটিই ফাতেমি বংশ হিসেবে পরিচিত।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের বংশটির উত্থানের মধ্যে ফাতেমি বংশের উত্থানের মিল পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি রাজবংশ সংস্কৃতির সকল অঙ্গনে অভূতপূর্ব উন্নয়ন তথা অবদান রেখে গেছেন।

ফাতেমি খিলাফত সংস্কৃতির চর্চা হিসেবে যেসব উন্নতি সাধন করেন তা তৎকালীন বিশ্বে বিরল ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় তারা ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছিল। দারুল হিকমা, আল-আহজার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় তার উত্তম উদাহরণ। চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চায়ও তারা প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এছাড়াও অসংখ্য সৌধ, প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার এবং চারু ও কারুশিল্পে তাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

উদ্দীপকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কন্যার নামে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি বংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বংশের বিভিন্ন অবদানের মধ্যে সাংস্কৃতিক অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম নিদর্শন মনে করা হতো আল-আজহার মসজিদকে। পরবর্তীতে এ মসজিদটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী আল-আহজার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যেখানে বিশ্বের স্বনামধন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা পড়াশোনা ও গবেষণা করত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দার-আল-হিকমা বা বিজ্ঞানের ভবন নির্মাণ ফাতেমীয় শাসকদের অন্যান্য দৃষ্টান্ত। এখানে পাঠাগার ও গ্রন্থাগার সংযুক্ত, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ এবং নতুন গ্রন্থ প্রণয়নের অসামান্য অবদানের জন্য দারুল হিকমা প্রাচ্যে মামুনের বায়তুল হিকমার মতো প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ফাতেমীয়রা বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তারা ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম থেকে মিসরে আগত চিকিৎসক মুহাম্মদ আল-তামিমী এ সময়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মুসা বিন আল-সাজ্জান এবং তার তদীয় পুত্র ইসহাক ও ইসমাঈলও বিশেষ অবদান রাখেন। সে সময়ে নির্মিত আল-আকসার, আল-সালেহ এবং ইবনে রাজ্জাকের মসজিদগুলোও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ফাতেমীয় বংশের শাসকরা অসামান্য অবদান রেখে গেছেন যা তৎকালীন বিশ্বে বিরল ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. রাও রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রজাসাধারণের জন্য কিছু অধ্যাদেশ জারি করেন। তিনি মহিলাদের বাহিরের কাজকর্ম ও পুরুষদের ঘরের দায়-দায়িত্ব পালনের আদেশ দিয়ে ব্যাপক সমালোচিত হন। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশ্বমানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সকলকে অবাক করে দেন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. পাশ্চাত্যের মামুন কাকে বলা হয়? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশ ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. শুধু অধ্যাদেশ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তার অবদানই উক্ত শাসককে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করেছে— মূল্যায়ন কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের নতুন আইন প্রণয়নের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ফাতেমি খলিফা ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে

https://teachingbd24.com

"আমিরুল মুমিনিন" সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। তার এই আইনগুলো ছিল উদ্দীপকে উল্লিখিত অধ্যাদেশের অনুরূপ।

উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক অর্থাৎ মি. রাও অধ্যাদেশ জারি করে বলেন যে, মহিলাদের বাহিরে কাজকর্ম করতে হবে এবং পুরুষদের ঘরের দায়িত্ব পালনের আদেশ দেন। ঠিক একইভাবে আল-হাকিম ১০০১ খ্রিস্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন খ্রিস্টানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের অধ্যাদেশে।

ঘ খলিফা আল-হাকিম তার প্রণীত আইনগুলোর জন্য নয় বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে যেমন মি. রাও অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশ্বমানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তেমনি খলিফা আল-হাকিমও নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শুধু অধ্যাদেশ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানই ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমকে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জয়নগরে ধর্মভিত্তিক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এ বংশকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে ত্যাগ করেন। সুদীর্ঘ ২৬ বছরের রাজত্বকালে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠিত বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. আল-মুইজ কে ছিলেন? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ২

গ. উদ্দীপকের শাসকের চরিত্র পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের চরিত্রের ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকই তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমীয় বংশের খলিফা।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের শাসকের চরিত্র পাঠ্যবইয়ের ফাতেমি খিলাফতের ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর চরিত্রকে ইঙ্গিত করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের জয়নগরে ধর্মভিত্তিক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এ বংশকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে হত্যা করেন। খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক। আবু আবদুল্লাহ ও আবুল আব্বাস মাহদীকে নামমাত্র খলিফা হিসেবে রেখে নিজেদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা রাখতে চেয়েছিলেন। মাহদীর পদমর্যাদা ও সাম্রাজ্যের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য দেখে তারা ঈর্ষান্বিত হন। তারা মাহদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু দূরদর্শী ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী তা বুঝতে পেরে তাদের প্রাণনাশ করেন। এভাবে তিনি নিজ বংশকে কণ্টকমুক্ত করেন। সুদীর্ঘ ২৬ বছরের কৃতিত্বপূর্ণ শাসনের মাধ্যমে তিনি তার বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দীপকের জুবায়েরও ২৬ বছরের কৃতিত্বপূর্ণ শাসনের মাধ্যমে নিজ বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জুবায়েরের চরিত্র খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকেই আমি তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করি।

আল-মাহদী সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ, দূরদর্শী, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সকল বাধা-বিপত্তি, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে তার শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

মাহদী প্রথমে রাক্কাদায় রাজধানী স্থাপন করে কাতামা গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নব প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। পরবর্তীকালে ৯১৬-৯২০ খ্রিস্টাব্দে মাহদী কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহদীয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে মাহদী সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা ইত্যাদি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং সার্ডিনিয়ায় নৌ অভিযান চালান। তিনি ইদ্রিসি রাজ্য জয় করেন এবং লিবিয়া ও মৌরিতানিয়ার অনেক স্থান জয় করেন। উমর বিন হাফসুনের সাথে যোগাযোগ করে স্পেন জয়েরও চেষ্টা করেন মাহদী।

পরিশেষে বলা যায়, উত্তর আফ্রিকায় মাহদীর শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন এবং বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ফাতেমি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে ফাতেমি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করাই যুক্তিসংগত।

প্রশ্ন ▶ ৯ "আজব দেশের ধন্য রাজা দেশ জোড়া তার নাম, বসলে বলে চলরে তোরা, চললে বলে থাম।" আমর বলল, বাস্তবে এর চেয়েও আজব রাজা ছিলেন। ফাতেমি বংশে এমন একজন অদ্ভুত শাসক সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। শাহিদ বলল, শেষ পর্যায়ের শাসকদের এমন অযোগ্যতার জন্যই ফাতেমিদের পতন ঘটে। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কে ছিলেন? ১

খ. আল-মুইজকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফাতেমি শাসক মনে করা হয় কেন? ২

গ. ফাতেমিদের পতন কীভাবে হয়েছিল? শাহিদের মতানুসারে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ফাতেমি বংশের অদ্ভুত শাসক' সম্বন্ধে আমরের কথার সঙ্গে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী।

খ আল-মুইজকে তার কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি বংশের প্রথম হলেও যুক্তিসংগতভাবে আল-মুইজ ছিলেন এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। মুইজ মিসর জয় করেন এবং উত্তর আফ্রিকায় শাসন কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জ্ঞান-গরিমা, দৃঢ়তা, উদারতা, দূরদর্শিতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণে আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা। তার রাজত্বকালে ফাতেমি সাম্রাজ্য

https://teachingbd24.com

চরম বিস্তৃতি লাভ করে এবং গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে। তাই আল-মুইজকে ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

গ শাহিদের বক্তব্যে মিসরে ফাতেমিদের পতনের পেছনে পরবর্তী শাসকদের অযোগ্যতার দিকটিই ফুটে উঠেছে।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ছিলেন চরম খেয়ালি ও নির্জনতা বিলাসী। পরবর্তীতে আল-হাকিমের চেয়েও বেশি খেয়ালি, বেশি বিলাসী এবং অতিরিক্ত দুর্বল শাসকগণ মিসরে ফাতেমি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। আল-জহির, আল মুস্তানসির, আল মুসতালী, আল আমির, আল-হাফিজ, আল-জাফির, আল-ফইজ ও সবার শেষে আল-আজীদ ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারা নামেমাত্র শাসক ছিলেন। দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

ফাতেমি বংশের পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন ব্যক্তিত্বহীন, অদক্ষ ও অযোগ্য। বদর আল-জামালী এবং আল-আফজাল ছাড়া অধিকাংশ মন্ত্রী ছিলেন কুচক্রী, স্বার্থপর ও ষড়যন্ত্রকারী। তারা খলিফাদের নামে ভয়ানক দুঃশাসন চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয় আর খলিফাগণ জনবিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চল ফাতেমিদের হাতছাড়া হতে থাকে। তাদের কর্তৃত্ব কেবল আফ্রিকা ও মিসরে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলেও তুর্কি, বার্বার ও নিগ্রোদের দ্বন্দ্ব খিলাফতে ভয়ানক অরাজকতা তৈরি করে। কিন্তু অযোগ্য শাসকগণ তা বন্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেননি। এভাবে শেষ পর্যায়ের ফাতেমি শাসকদের অযোগ্যতার কারণেই তাদের পতন ঘটে। সুতরাং, শাহিদের মতটি সঠিক।

ঘ আল-হাকিম ফাতেমি বংশের একজন অদ্ভুত শাসক– আমরের এ বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত।

আল-হাকিম সম্বন্ধে মানসিক ভারসাম্যহীনতার অভিযোগ রয়েছে। তিনি অনেক খ্যাতনামা লোককে হত্যা করেন। মিসরে খ্রিষ্টানদের গির্জাসমূহ ধ্বংস করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আদেশ দেন অথবা বড় ক্রুশচিহ্ন ধারণ করে সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে বাঁচার সুযোগ দেন। ইহুদিদের ক্ষেত্রেও তিনি কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। আবার রাষ্ট্রীয় শীর্ষপদে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিয়োগ দেন। ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আদেশ জারি করেন, দিনে কোনো কাজ করা হবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে সব কাজ-কর্ম করতে হবে এবং বেচাকেনা চলবে। তিনি একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন, যার অনুসারীদের বলা হতো দুজ বা দুজি। অনুসারীগণ তাকে মনে করত অবতার।

এ সকল পরস্পরবিরোধী এবং অযৌক্তিক শাসনরীতির জন্য আল-হাকিম সম্পর্কে আমরের বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ সম্রাট 'ক' সুশাসনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পুরো সাম্রাজ্যকে প্রদেশ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ভাগ করেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. 'আল-মাগরিব' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দারুল হিকমা সম্পর্কে যা জান লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের কোন খলিফার বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-মাগরিব শব্দের অর্থ পশ্চিম।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সম্রাট 'ক' এর কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ফাতেমি খলিফা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-মুইজ ৯৫২ সালে ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খলিফা হবার পরপরই সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি লাভ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ়নীতি গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পাশাপাশি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করেন। প্রদেশ ও জেলাগুলোতে তিনি সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। এ ছাড়াও তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং নৌবাহিনীরও সংস্কার সাধন করেন। এছাড়াও তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেছিলেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সম্রাট 'ক' সুশাসনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পুরো সাম্রাজ্যকে তিনি প্রদেশ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ভাগ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেন্দ্র থেকে এসব অফিসে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেন। এ বিষয়গুলো আমরা ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের মাঝেও লক্ষ করি।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ আল-মুইজ অসামান্য অবদানের মাধ্যমে ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

একজন প্রকৃত শাসকের সফলতা নির্ভর করে রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জনকল্যাণমুখী করার ওপর। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভিতকে শক্তিশালী করাও শাসকের প্রধান কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তার এসব শাসকোচিত গুণাবলিই একজন শাসককে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট 'ক' রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির অনুকূলে সাজিয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন। সমৃদ্ধ নগরী নির্মাণ, নৌবাহিনী গঠন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তিনি প্রশাসনকে শক্তিশালী করেন। একইভাবে আল-মুইজও সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যকে প্রদেশ, প্রদেশকে জেলায় বিভক্ত করে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন, ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কারে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি উত্তর আফ্রিকা ও মিসরকে সুখ-সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে যান।

আল-মুইজের সংস্কারধর্মী উদ্যোগগুলো জনকল্যাণের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই তৎকালীন শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে জনগণই তাকে ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দিয়েছে, যা উদ্দীপকের শাসকের সাফল্যেরই অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো ইংরেজরাও এ দেশে ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। সুচতুর ইংরেজ লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রি. পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোমধ্যে তারা কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে যেসব বিশপরা এখানে ধর্ম প্রচারে আসেন তাদের উদ্যোগে গির্জাকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. ফাতেমি কোন খলিফা দার-আল-হিকমা নির্মাণ করেন? ১

খ. ইসমাঈলীয় কারা? ২

গ. উদ্দীপকের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে মিসরের কোন প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য রয়েছে? বুঝিয়ে দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের কর্মকাণ্ড ফাতেমীয়দের মিসর বিজয়ের নিরিখে আলোচনা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম দার-আল-হিকমা নির্মাণ করেন।

খ ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর শিয়া সম্প্রদায় যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয় তাদের একটি ইসমাঈলীয় হিসেবে পরিচিত।

জাফর সাদিক তার মৃত্যুর পূর্বে পুত্র ইসমাঈলকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন এবং পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ইসমাঈল মৃত্যুবরণ করলে দ্বিতীয় মুসা আল-কাজিমকে ইমামতি দান করলে যারা তাকে ইমাম হিসেবে মেনে নিতে পারেনি তাদের ইসমাঈলীয় বলা হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামঞ্জস্য রয়েছে।

উদ্দীপকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে যেসব ইংরেজ বিশপরা বাংলায় ধর্ম প্রচারে আসে তাদের উদ্যোগে এখানে গির্জাকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ভারতের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি।

একইভাবে ফাতেমি খিলাফতের সময় মিসরে মসজিদকেন্দ্রিক একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। আল-মুইজের শাসনামলে ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি জওহর কর্তৃক মিসরে আল-আজহার মসজিদ নির্মিত হয়। আল-মুইজের সেনাপতি জওহর মহানবি (স)-এর কন্যা ফাতিমাতুজ্জোহরার (রা) স্মরণার্থে 'আল-আজহার' মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মসজিদটিতে একটি পাঠাগার সংযোজন করা হয়। খলিফা আল-আজিজ ক্ষমতা লাভ করে আল-আজহার মসজিদ ও পাঠাগারের পাশে একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ শিক্ষায়তনকে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। তখন থেকে এটিকে সমগ্র মুসলিম জগতের সর্বপ্রধান ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে আল-আজহার এর সাবেক মসজিদের কাঠামো হতে বৃহত্তর গন্ডিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। বিশ্বের প্রাচীনতম এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মিসর তথা সমকালীন বিশ্বে সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশে অসামান্য ভূমিকা পালন করে।

ঘ বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমিদের মিসর বিজয়ের মিল রয়েছে।

মিসরের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থলে এর অবস্থান। এখানকার বিভিন্ন গোত্র ও তাদের উপদলগুলো প্রায়ই ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকত। এছাড়া ইখশিদিয়া শাসকদের অত্যাচারে মিসরে রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দিলে মিসরীয় আমির উমরাহগণ খলিফা আল-মুইজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ সকল কারণে মুইজ ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি জওহরের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত বাহিনী খুব সহজেই রাজধানী ফুস্তাত অধিকার করেন। সেনাপতি জওহর ফুস্তাতের সন্নিকটে 'আল-কাহিরা' (আধুনিক কায়রো) নামে অপূর্ব ও মনোরম নগরী নির্মাণ করেন।

একইভাবে উদ্দীপকে বাংলায় ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো ইংরেজরাও এ দেশে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। সুচতুর ইংরেজ লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতেমিদের কায়রোতে রাজধানী স্থাপনের মতোই ইংরেজরা কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জওহর মিসরে বিবি ফাতিমাতুজ্জোহরার স্মরণার্থে 'আল-আজহার' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, যা ক্রমান্বয়ে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করেছে। একইভাবে উদ্দীপকে ইংরেজ-খ্রিস্টান বিশপরা ভারতবর্ষে গির্জাকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ফোর্ট উইলিয়াম এমনই একটি কলেজ যা ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ফাতেমিদের মিসর বিজয়ের সাথে বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ সুদীর্ঘ ২৩ বছর গৌরবময় রাজত্ব করার পর তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তিনি খুব ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পবিদ্যায় উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. কত সালে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. দারুল হিকমা কী? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ফাতেমি শাসকের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত শাসককে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা কতটা যুক্তিযুক্ত? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমী খিলাফত ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে।

পিতা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর আবু তামিম মা'আদ 'আল-মুইজ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন। ফাতেমি খিলাফতের তিনি চতুর্থ খলিফা। তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা ফাতেমি সাম্রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের খানিকটা উদ্দীপকের শাসকের মধ্যে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের শাসক সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের ক্ষেত্রেও এমনটিই লক্ষণীয়। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেখানে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তার পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি নিজেও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। শাসনক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ফাতেমি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের বৈশিষ্ট্যাবলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উক্ত শাসককে অর্থাৎ আল-মুইজকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত।

একজন প্রকৃত শাসকের সফলতা নির্ভর করে রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জনকল্যাণমুখী করার ওপর। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভিতকে শক্তিশালী করাও শাসকের প্রধান কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তার এসব শাসকোচিত গুণাবলিই একজন শাসককে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন শাসক সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খ্যাত। একইভাবে আল-মুইজও ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন এবং তেইশ বছর শাসন পরিচালনা করেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার করে তার সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেন এবং তেইশ বছর শাসন পরিচালনা করে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যকে প্রদেশ, প্রদেশকে জেলায় বিভক্ত করে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কারে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি উত্তর আফ্রিকা ও মিসরকে সুখ-সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে যান।

আল-মুইজের সংস্কারধর্মী উদ্যোগগুলো জনকল্যাণের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই তৎকালীন শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে তাকে জনগণই ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দিয়েছে, যা উদ্দীপকের শাসকের সাফল্যেরই অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বিশ্বের ইতিহাসে এক মহীয়সী নারীর নামে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত রাজবংশের শাসকদের মধ্যে একজন পাগল বা খামখেয়ালী শাসক ছিল। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি আব্বাসীয় খলিফা মামুনকে অনুসরণ করতেন। *[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]*

ক. জওহর কে ছিলেন? ১

খ. স্পেনের ধর্মান্ধ আন্দোলন সম্পর্কে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুচ্ছেদের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে? তার খামখেয়ালিপনার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি মামুনকে কীভাবে অনুসরণ করেছেন?

https://teachingbd24.com

ব্যাখ্যা দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জওহর ছিলেন ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি।

খ ইসলামি আচার-আচরণ, রীতিনীতি অনুসরণকারী খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে গোঁড়া ও ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানরা এক জঘন্য আন্দোলন (৮৫০-৮৫২ খ্রি.) শুরু করে, ইতিহাসে যা 'ধর্মান্ধ আন্দোলন' বা Zealot Movement নামে পরিচিত।

আমির দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকালের শেষ দিকে কর্ডোভার এক দল গোঁড়া ও ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান ইসলাম ও আরবদের শিক্ষা ও কৃষ্টিতে আকৃষ্ট খ্রিষ্টানদের দ্রুত আরবীয়করণের বিরুদ্ধে এ উদ্ভট ও অভিনব আন্দোলন শুরু করে। তাদের এ আন্দোলন ছিল স্পেনে উদীয়মান ইসলামি শক্তি, কৃষ্টি-কালচারকে স্পেন হতে চিরতরে বিতাড়নের প্রাথমিক মহড়া।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের খলিফা আল-হাকিমের কথা বলা হয়েছে।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমেনিন' সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন।

আল-হাকিম ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের খামখেয়ালির কথাই উদ্দীপকে বলা হয়েছে।

ঘ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠাই খলিফা আল-হাকিমের সাথে খলিফা আল-মামুনের সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ শাসকদের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শাসকেরা কিছু উল্লেখযোগ্য কাজের মাধ্যমে তাদের এ আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আব্বাসি খলিফা আল-মামুন নির্মিত বায়তুল হিকমা এবং ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের দারুল হিকমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অসাধারণ ঝোঁক থেকে সৃষ্ট দুটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান।

খলিফা আল-মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনের জন্য ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা' নামক বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা, গবেষণায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আব্বাসি সংস্কৃতিকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করে। খলিফা আল হাকিম বায়তুল হিকমার অনুকরণে ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামক জ্ঞানকেন্দ্রটি নির্মাণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি শিয়া মতবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য গড়ে উঠলেও এখানে জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা, ব্যাকরণ, আইন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হতো। এখানকার পাঠাগার ও গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বিশ্বের নানা ধরনের বইয়ের সমাহার মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রতিষ্ঠান নির্মাণই আলোচ্য দুই শাসকের মধ্যে সাদৃশ্য গড়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মোস্তার জনৈক শাসকের গৌরবময় চরিত্র ও কৃতিত্ব পড়ে জানতে পারে বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী এই শাসক তার সাম্রাজ্যকে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত পরিষদে বিভক্ত করেন। ভূমি জরিপ ব্যবস্থা ও ভূমি মালিকদের চার স্তরবিশিষ্ট বিন্যাস ছিল অসামান্য কীর্তি। তবে তার ভাষাজ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার মনোযোগ ছিল না। সামরিক বাহিনীকে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলেও তিনি তা করতে ব্যর্থ হন। *[নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]*

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী সম্পর্কে কী জান? ২

গ. উদ্দীপকে মোস্তারের পঠিত শাসকের কৃতিত্ব তোমার পঠিত কোন শাসকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মোস্তারের পঠিত শাসকের তুলনায় তোমার পঠিত শাসক কোন অর্থে অধিক কৃতিত্বের অধিকারী? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি বংশের অবসানের মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় সর্বপ্রথম ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবীয় বংশের ধ্বংসস্তুপের ওপর ফাতেমি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক। আবু মুসলিমকে হত্যা করে আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর যেমন আব্বাসি বংশের নিরাপত্তা বিধান করেন, ঠিক তেমনি মাহদীও আবু আবদুল্লাহকে হত্যা করে নিজবংশকে কণ্টকমুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি প্রথমে আগলাবীয় রাজধানী রাক্কাদায় অবস্থান করে নব প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি খিলাফতের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। তবে ৯১৬-৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহদিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

গ উদ্দীপকে মোস্তারের পঠিত শাসকের কৃতিত্ব আমার পঠিত ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের রাজত্বকালকে মিসরীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক শাসক, বিদ্যোৎসাহী এবং বিচক্ষণ খলিফা। তিনি প্রায় ২৩ বছর সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে রাজত্ব পরিচালনা করেন। পিতা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তিনি তামিম মা'দ থেকে আল-মুইজ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। শাসনব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ও প্রদেশগুলোকে কতকগুলো জেলায় বিভক্ত করেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ইহুদি গোত্রের ইবন-কিলিস ও আশুককে ভূমি সংস্কারের কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি ভূমি মালিকদের চার স্তরবিশিষ্ট বিন্যাসে সহায়তা করেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করেন, তবে পুরোপুরি সংস্কার করতে ব্যর্থ হন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করেন। তবে তার জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা সীমিত থাকলেও তার উৎসাহে বহু জ্ঞানী-গুণী দরবারের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। তাছাড়া তার রাজ্য বিস্তার ফাতেমি বংশকে আরও সমৃদ্ধ করে। তাই তার ভূমিকা অসীম।

তাই বলা যায়, মোস্তারের পঠিত শাসকের কৃতিত্ব ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কৃতিত্বেরই অনুরূপ।

ঘ মোস্তারের পঠিত শাসকের সাথে আমার পঠিত শাসক আল-মুইজের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোস্তারের পঠিত শাসকের তুলনায় আমার পঠিত শাসক আল-মুইজ অধিক কৃতিত্বের অধিকারী।

৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু তামিম মা'আদ-আল-মুইজ উপাধি ধারণ করে ফাতেমীয় বংশের চতুর্থ খলিফা হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের বর্বর গোত্রের বিভিন্ন উপজাতিগণ অচিরেই তার শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয়। সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে তার সময়ে ফাতেমীয় বংশের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

মোস্তারের পঠিত শাসক সুশাসক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যকে বিকেন্দ্রীকরণ করেন। ভূমি জরিপ ব্যবস্থা ও ভূমি মালিকদের স্তরবিন্যাস করেন। তবে তার ভাষাজ্ঞান সীমিত ছিল। এছাড়া সামরিক বাহিনীতে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি তা করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু খলিফা আল-মুইজ সিংহাসনে আরোহণ করে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার করে তার সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেন। খলিফার অব্যবহিত পর তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী নেতাগণ, গোত্র প্রধানগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তার আনুগত্য স্বীকার করেন।

https://teachingbd24.com

সিসিলি, মিসর বিজয়ের মাধ্যমে তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। ঐতিহাসিক Stanely Lane Poole সত্যিই বলেছেন, "চতুর্থ খলিফা আল-মুইজের সিংহাসনারোহণের সাথে সাথে ফাতেমিগণ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।"

পরিশেষে বলা যায়, পরাক্রমশালী ও মার্জিত রুচির আল-মুইজ ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের রাজ্যসীমা বর্ধিত এবং সুশাসন কায়েম করে রাজ্যে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনেন, যা মোক্তারের পঠিত খলিফার থেকে অনেক বেশি কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সুশাসনের জন্য সম্রাট 'খ' বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ, জেলা ও উপজেলায় বিভক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট প্রদেশ, জেলা ও উপজেলায় সুযোগ্য কর্মচারি নিয়োগ করেন। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীরও তিনি সংস্কার সাধন করেন। তিনি ফাতেমি বংশের শাসকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

[আর. ডি. এ ল্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১

খ. দারুল হিকমার পরিচয় বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সম্রাট 'খ এর কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ফাতেমি খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের উক্ত ফাতেমি শাসকের কর্মকাণ্ড বর্তমানকালে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সম্রাট 'খ'-এর কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ফাতেমি খলিফা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-মুইজ ৯৫২ সালে ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খলিফা হবার পরপরই সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ়নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তার রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করেন। প্রদেশ ও জেলাগুলোতে তিনি কেবল সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং নৌবাহিনীরও সংস্কার সাধন করেন। তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেছিলেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সম্রাট 'খ' সুশাসনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পুরা সাম্রাজ্যকে তিনি প্রদেশ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ভাগ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেন্দ্র থেকে এসব অফিসে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেন। এ বিষয়গুলো আমরা ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের মাঝেও লক্ষ করে থাকি।

ঘ আমার পঠিত সম্রাট অর্থাৎ আল-মুইজ-এর কর্মকাণ্ড বর্তমানকালে সর্বাত্মকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বর্তমানকালে অত্যধিক ফলপ্রসূ একটি পদক্ষেপ। এ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন করে বর্তমানে প্রশাসন ব্যবস্থার একটি সুষ্ঠু কাঠামো প্রণয়ন করা সম্ভব। বর্তমানে এ নীতি কার্যকর করা হলে নাগরিক জীবনের নানা ধরনের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। যেমন– যানজট সমস্যার সমাধান, বেকারত্ব হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মাধ্যমে বর্তমানে প্রত্যেক বিভাগ, জেলা ও প্রদেশগুলোতে নানা ধরনের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। যেমন– রাস্তাঘাট নির্মাণ, দালানকোঠা নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালি নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হবে। তাছাড়াও বর্তমানে এ নীতি কার্যকর হলে প্রাদেশিক গভর্নরের দ্বারা জনগণের যেকোনো ধরনের প্রয়োজন অতিদ্রুত মেটানো সম্ভব হবে। বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বর্তমানে প্রণয়ন করলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সহজে সমাধান করা সম্ভব হবে। খলিফা আল-মুইজের সামরিক ও নৌবাহিনীর সংস্কার বর্তমানে অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। কারণ বর্তমানে যে দেশের সামরিক শক্তি যত বেশি সে দেশ তত শক্তিশালী। এ ছাড়াও বর্তমানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান, বহিঃশত্রু মোকাবিলা এবং বিভিন্ন শান্তি মিশন পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনীর সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাছাড়াও নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে নৌবাহিনী গঠন বর্তমানে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। কারণ নৌ-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের জলদস্যুবৃত্তি দেখা যায়। তাই নৌ নিরাপত্তার জন্য নৌবাহিনীর সংস্কার বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য বিবেচিত বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খলিফা আল-মুইজের উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ড বর্তমানকালে অত্যধিক ফলপ্রসূ এবং অধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. উইলিয়াম উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করে ডিক্রি জারি করেন যে দিনের বেলা কোন কাজকর্ম করা হবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতের বেলা সকল কাজকর্ম করতে হবে এবং বেচাকেনা চলবে। তিনি নৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারকারী একজন জ্ঞানী শাসক ছিলেন। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. উত্তর আফ্রিকায় আগলাবীয় বংশের শেষ শাসক কে ছিলেন? ১

খ. আল-কাহিরা নগরী সম্পর্কে টীকা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে মি. উইলিয়ামের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ফাতেমীয় খলিফার মিল পাওয়া যায়? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের নৈতিক ও ধর্মীয় ডিক্রি জারীর বাইরে তোমার পঠিত খলিফা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর আফ্রিকায় আগলাবীয় বংশের শেষ শাসক ছিলেন জিয়াদাত উল্লাহ।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মি. উইলিয়ামের চরিত্রের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের মিল রয়েছে।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে "আমিরুল মুমিনিন" সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। তাঁর এ আইনগুলো ছিল উদ্দীপকে উল্লিখিত অধ্যাদেশের অনুরূপ।

উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক মি. উইলিয়াম অধ্যাদেশ জারি করে, মহিলাদের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। তিনি পুরুষদের দিনের বেলায় বাসা-বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার ও রাতের বেলায় কাজকর্ম করার নির্দেশ দেন। ঠিক একইভাবে আল-হাকিম ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘন্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের অধ্যাদেশে।

ঘ উক্ত শাসকের নৈতিক ও ধর্মীয় ডিক্রি জারীর বাইরে আমার পঠিত খলিফা আল-মুইজ শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।

আল হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে "দারুল হিকমা" নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে যেমন মি. উইলিয়াম অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি একটি জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনি খলিফা আল-হাকিমও নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য "দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল-হাকিম তার প্রণীত আইনগুলোর জন্য নয় বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব আসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রজা সাধারণের জন্য কিছু অধ্যাদেশ জারী করেন। তিনি মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ করেন। পুরুষদের রাতের বেলায় কাজকর্ম করার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে তিনি ব্যাপক সমালোচিত হন। অন্যদিকে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশ্বমানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সকলকে অবাক করে দেন। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. খলিফা মুইজকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশে ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বিবরণ দাও। ৩
ঘ. শুধু অধ্যাদেশ নয় জ্ঞান-বিকাশের জন্য তার অবদানই উক্ত শাসকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ করেছে- মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হলো ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী।

খ শিল্প সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানের জন্য আল-মুইজকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়।
মূলত আল-মুইজের সময়কাল ছিল মিসরে ফাতেমি শাসনকালের স্বর্ণযুগ। আল-মুইজ মিসরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় করে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং সমৃদ্ধিশালী একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সৈয়দ আমীর আলী তাকে পাশ্চাত্যের মামুন বলে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশে ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের ব্যতিক্রমধর্মী আইন প্রণয়নের দিকটি ফুটে উঠেছে।
ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। তাঁর এ আইনগুলো ছিল উদ্দীপকে উল্লিখিত অধ্যাদেশের অনুরূপ।
উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক আসলাম অধ্যাদেশ জারি করে মহিলাদের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। তিনি পুরুষদের দিনের বেলায় বাসা-বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার ও রাতের বেলায় কাজকর্ম করার নির্দেশ দেন। ঠিক একইভাবে আল হাকিম ১০০১ খ্রিস্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিস্টানদের সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের অধ্যাদেশে।

ঘ 'শুধু অধ্যাদেশ নয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানই উক্ত শাসক তথা খলিফা আল-হাকিমকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করেছে'– মন্তব্যটি যৌক্তিক।
আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।
উদ্দীপকে যেমন জনাব আসলাম অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি একটি জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি খলিফা আল-হাকিমও নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল-হাকিম তার প্রণীত আইনগুলোর জন্য নয় বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ আদনান খান দীর্ঘ ২৩ বছর সাফল্যের সাথে প্রশাসন পরিচালনা করে তার স্বর্গ নগর রাজ্যটিকে স্বর্ণময় করে তোলেন। তিনি ছিলেন তার রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। রাজ্য জয়, শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, বিদ্রোহ দমন, শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে তার অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন মেধাবী ও ধীশক্তিসম্পন্ন। তিনি অনেক রাজ্য জয় করেন। তবে পার্শ্ববর্তী 'শান্তি নগর' রাজ্য জয় ইতিহাসের পাতায় তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। সেখানে তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. ফাতেমি কারা? ১
খ. দারুল হিকমা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক কর্তৃক শান্তিনগর রাজ্য জয়ের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের মিসর বিজয়ের তুলনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের কর্মকাণ্ডে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে, বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাসুল (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) এবং কন্যা ফাতিমা (রা)-এর বংশধরগণ ফাতেমি নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক কর্তৃক শান্তি নগর রাজ্য জয়ের তুলনায় ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের মিসর বিজয় অধিক কৃতিত্বপূর্ণ।
আল-মুইজ ফাতেমি শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও অদম্য কর্মদক্ষতার ফলে উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয় ছিল মিসর বিজয়। উদ্দীপকেও এ বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায় একটি রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক আদনান সাহেব পার্শ্ববর্তী 'শান্তি নগর' রাজ্য জয় করেন এবং সেখানে তার রাজধানী স্থানান্তর করে। তার এ শান্তি নগর রাজ্য জয়ের তুলনায় আল-মুইজের

https://teachingbd24.com

মিসর বিজয় অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেননা মিসরের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থলে এর অবস্থান। ইখশিদিয়া শাসকদের অত্যাচারে মিসরে রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দিলে মিসরীয় আমির-উমরাগণ আল-মুইজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুইজ ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি জওহরের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত বাহিনী খুব সহজেই রাজধানী ফুস্তাত অধিকার করে। সেনাপতি জওহর ফুস্তাতের সন্নিকটে 'আল-কাহিরা' নামে অপূর্ব ও মনোরম নগরী নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে এটি ফাতেমি খিলাফতের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি জওহর 'আল-আজহার' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তী খলিফা আল-আজিজের সময় মসজিদে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয় এবং এ পাঠাগারই কালক্রমে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মুইজ কায়রোতে উপস্থিত হলে মিসরবাসী তাকে স্বাগত জানান। এভাবে কায়রো ফাতেমিদের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার অর্থাৎ আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

খলিফা আল-মুইজের সিংহাসন আরোহণ ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনকল্যাণমুখী এ শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষে উন্নীত করেন। উদ্দীপকে তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে খলিফা আল-মুইজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ফাতেমি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি খিলাফতের নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। মরক্কো, সিসিলি, মিসর বিজয় করে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তার অসাধারণ দক্ষতায় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করেন। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অমায়িক ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে প্রতিষ্ঠিত নানা স্থাপত্যকর্মে তার উন্নত রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত দিকগুলো উদ্দীপকে উল্লেখ নেই।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তার দক্ষতার সামান্য পরিচয়ই আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর শার্লক গোমা বেশ কিছু অধ্যাদেশ জারি করেন। তিনি মহিলাদের বাহিরের কাজকর্ম ও পুরুষদের ঘরের দায়-দায়িত্ব পালনের আদেশ দিয়ে ব্যাপক সমালোচিত হন। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশ্বমানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]

ক. মিসর বিজয়ী সেনাপতির নাম কী? ১

খ. দারাজি বলতে কাদেরকে বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশের খামখেয়ালিপনার সাথে ফাতেমি খলিফা আল হাকিমের নীতির তুলনা করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. খামখেয়ালিপনা তাকে সমালোচিত করলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা তাকে স্মরণীয় করেছে— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিসর বিজয়ী সেনাপতি ছিল খলিফা আল-মুইজ।

খ আল-হাকিমের প্রবর্তিত নতুন ধর্মের অনুসারীদেরকে দারাজি বা দ্রুজ বলা হতো।

উদ্ভট ও খামখেয়ালি চিন্তার ধারক আল-হাকিম ইসমাঈলীয় মতবাদের সূত্র ধরে নিজেকে আল্লাহর অবতার মনে করেন। তার ধারণা ছিল তার মধ্যে আল্লাহর নিজের রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আর এ ধরনের মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী ছিল, তারাই দারাজি বা দ্রুজ নামে পরিচিত ছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশের খামখেয়ালিপনার সাথে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের নীতির মিল রয়েছে।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। তার এ আইনগুলো ছিল উদ্দীপকে উল্লিখিত অধ্যাদেশের অনুরূপ।

উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক শার্লক গোমা অধ্যাদেশ জারি করে মহিলাদের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। তিনি পুরুষদের দিনের বেলায় বাসা-বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার ও রাতের বেলায় কাজকর্ম করার নির্দেশ দেন। ঠিক একইভাবে আল হাকিম ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের অধ্যাদেশে।

ঘ খামখেয়ালিপনা আল-হাকিমকে সমালোচিত করলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা তাকে স্মরণীয় করেছে— উক্তিটি যথার্থ।

আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে যেমন শার্লক গোমা অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি একটি জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনি খলিফা আল-হাকিমও নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল-হাকিম তার প্রণীত আইনগুলোর জন্য সমালোচিত হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ২০ সৈয়দ এর নামে তার ভক্তরা একটি বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে বিজয়নগরে। এর জন্য প্রচার প্রচারণা ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে। করিম এ বংশের প্রথম ও কৃতিত্ববান শাসক।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. কত সালে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখো। ৩

ঘ. উক্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসকের শাসন সংস্কার লেখো। ৪

https://teachingbd24.com

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাম্রাজ্য অর্থাৎ ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবের ফসল।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা) এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। তা ছিল ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কারবালার বিষাদময় ঘটনার পরবর্তীতে ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাঈলীয় প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। পরে কাতামা গোত্রের সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদতুল্লাহকে পরাজিত করে সাঈদ বিন-হুসায়নকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবে ফাতেমিরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা উদ্দীপকের সভ্যতার উত্থানের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যময়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক অর্থাৎ ফাতেমি খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ছিলেন ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং এ বংশের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ শাসক।

৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী রাক্কায় রাজধানী স্থাপন করে ফাতেমি খিলাফতের সূচনা করেন। উত্তর আফ্রিকার সকল দলপতি আল-মাহদীর নিকট আনুগত্যের শপথ করে। সিংহাসনে বসে সন্দেহের বশে আল-মাহদী আবু আব্দুল্লাহ ও আব্বাসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আব্বাসি খিলাফতে আবু মুসলিম খোরাসানির যেরূপ পরিণতি হয়েছিল ফাতেমি খিলাফতে আবু আবদুল্লাহরও একই পরিণতি হয়।

সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে মাহদী সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা ইত্যাদি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং সার্ডিনিয়ায় নৌ অভিযান চালান। তিনি ইদ্রিসি রাজ্য জয় করেন এবং লিবিয়া ও মৌরিতানিয়ার অনেক স্থান জয় করেন। আল-মাহদী দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করার পর ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তিনি পরম ধার্মিক ছিলেন। তিনি ফাতেমি বংশের শুধু প্রথম শাসকই ছিলেন না, এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। উত্তর আফ্রিকায় তাঁর শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন এবং বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ফাতেমি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খলিফা আল-মাহদী ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠা ও এর স্থায়িত্ব বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ তিন গ্রামের মাতব্বর হচ্ছেন তোরাব আলী। পুরো গ্রামের লোকজন তাকে খুব সম্মান করে এবং গ্রামের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ তোরাব আলীর মাধ্যমেই সমাধা হয়। তোরাব আলীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে তার বড় ছেলে জহির তার স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। গ্রামের মানুষের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে সবাইকে মা ফাতেমার অনুসারী হওয়ার কথা বলেন। আরও বলেন, ইসলামের ইতিহাসের আল-মুইজের অবদানের কথা এবং তিনি তার অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. দাবুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. আল-মুইজের মিসর বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জহির ইতিহাসের যে ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় গ্রামের মানুষদের উন্নতির কথা চিন্তা করেন তার কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাতব্বর তোরাব আলীর মতোই ছিল উক্ত ব্যক্তির শাসনকাল-বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দাবুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম।

খ আল-মুইজের মিসর বিজয়ের কারণ হলো আমির-উমরাহগণকে সাহায্য করা এবং নিজ লক্ষ্য পূরণ করা।

আল-মুইজের মিসর বিজয়ের প্রাক্কালে মিসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ইখশিদ বংশীয় শাসনকর্তা কাফুর এ সময় মিসর শাসন করতেন। তার ২০ বছরের কুশাসনে মিসর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় মিসরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ খলিফা আল-মুইজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাকে মিসর দখল করার আহ্বান জানান। এছাড়া মিসর জয় করা তার জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল। এসব কারণে খলিফা আল-মুইজ মিসর জয় করেন।

গ উদ্দীপকে জহির ইতিহাসের অন্যতম শাসক ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের অনুপ্রেরণায় গ্রামের মানুষদের উন্নতির কথা চিন্তা করেন।

খলিফা আল-মুইজ ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফাতেমি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার সুখ্যাতি অম্লান থাকবে। সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে আল-মুইজ সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে তথায় সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে আল-মুইজ কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ইহুদি গোত্রের ইবনে কিল্লিস ও আশুককে ভূমি সংস্কারের কাজে নিয়োজিত করেন। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, জহির গ্রামের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা খলিফা মুইজের রাজত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আল-মুইজের পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি ছিলেন খুবই সদয়-অমায়িক ও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, বাগ্মীতা ও ভাষাচর্চায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার উৎসাহে বহু জ্ঞানী-গুণী দরবারের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নির্মাণ করে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মাতব্বর তোরাব আলীর মতোই ছিল খলিফা আল-মুইজের শাসনকাল— উক্তিটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই আল-মুইজ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী নেতাগণ, গোত্র প্রধানগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। ৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি জওহরকে মরক্কো পুনরুদ্ধারে প্রেরণ করেন। উমাইয়াদের বাধা প্রতিহত করে জওহর মরক্কো দখল করেন। আল-মুইজ ৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি আহম্মদ বিন হাসানের নেতৃত্বে সিসিলি দ্বীপ দখল করেন। সেখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু হয় এবং বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে, মিসর বিজয় করে 'আল-কাহিরা' নামক শহরের গোড়াপত্তন করা হয়। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে জওহর বিবি ফাতিমার স্মরণার্থে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে খলিফা এ মসজিদটিতে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন– যা আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাছাড়া তিনি হেজাজ ও সিরিয়াও স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এছাড়াও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে তিনি প্রদেশগুলোতে আলাদা আলাদা প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করে শক্তিশালী করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে উত্তর আফ্রিকা ও মিসর সমৃদ্ধির শীর্ষ শিখরে আরোহণ করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, মাতব্বর তোরাব আলী গ্রামের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ নিজ দায়িত্বে সম্পাদন করেন। আর জনগণের সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ সম্পাদন করেন, যা ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের শাসনব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২ পৃথিবীর কোনো সাম্রাজ্যই চিরকাল টিকে থাকে না। প্রতিটি সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের মাঝেই উত্থান, সম্প্রসারণ ও সাফল্য এবং পতন অনিবার্য। এরূপ একটি সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল যা ইসলামের এক মহিয়সী নারীর বংশোদ্ভূত। এ সাম্রাজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও পরবর্তীতে দুর্বল ও অযোগ্য শাসনব্যবস্থার ফলে খুব দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. 'সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা' বা সাবআ মুয়াল্লাকাত কী? ১

খ. আল-হাকিমের সিংহাসনারোহণের ঘটনা বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পরবর্তী শাসকদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে এ সাম্রাজ্যে দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়-উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উকাজ মেলায় সেরা হিসেবে বিবেচিত যে সাতটি কবিতা সোনালি হরফে লিখে পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো সেগুলোকে বলা হয় 'সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা' বা সাবআ মুয়াল্লাকাত।

খ ৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে পিতা আল-আজিজের মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে আল-হাকিম ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অতি অল্প বয়স হওয়ায় পিতার সময়কার প্রাদেশিক শাসনকর্তা বারজোয়ান তার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তবে বারজোয়ান ইবনে আমরকে হত্যা করে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হলে খলিফা হাকিম তার ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে গুপ্তঘাতকদের সহায়তায় বারজোয়ানকে হত্যা করে খিলাফতের সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাম্রাজ্য অর্থাৎ ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবের ফসল।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। এরা ছিল ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কারবালার বিষাদময় ঘটনার পরবর্তীতে ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাঈলীয় প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। পরে কাতামা গোত্রের সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত করে সাঈদ-বিন-হুসায়নকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা উদ্দীপকের সভ্যতার উত্থানের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যময়।

ঘ পরবর্তী শাসকদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে ফাতেমি সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, একটি রাজবংশের স্বাভাবিক কর্মশক্তি ও গৌরব বড়জোর একশ বছর বজায় থাকে। এরপর শুরু হয় এর ক্রমাবনতি এবং পরিশেষে পতন। তেমনি ফাতেমি বংশ ৯০৯-১০২১ পর্যন্ত গৌরবের সাথে শাসন করে। এ সময় মাহদী, মুইজ, আজিজ, আল-হাকিম, কৃতিত্বের সাথে শাসন করে। মালিকের মৃত্যুর পর ৮ জন শাসক ক্ষমতায় বসেন। তারা ছিল দুর্বল ও অযোগ্য প্রকৃতির শাসক। তাদের অযোগ্যতা, উজিরদের স্বার্থপরতা সর্বোপরি সালাউদ্দিন আইয়ুবির আক্রমণের ফলে ফাতেমি বংশের পতন হয়।

শাসনব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা ফাতেমি খিলাফতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করে-- যা এ বংশের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়া পরবর্তী এ দুর্বল শাসকদের নৈতিক স্খলন, উজিরদের ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা এ বংশের পতন ডেকে আনে। তাছাড়া মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্র এবং নস্যাৎমূলক কার্যকলাপ, সামরিক ক্ষমতা হ্রাস, তুর্কি, বার্বার ও নিগ্রোদের প্রকাশ্যে শত্রুতা ও চক্রান্ত, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ফাতেমি খিলাফতের পতন হয়। ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে গাজী সালাহউদ্দীন ফাতেমি খলিফা আল-আজিদকে সিংহাসনচ্যুত করে মিসর দখল করেন। এর ফলে ২৫০ বছরের ফাতেমি খিলাফতের অবসান হয়। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, এক বিখ্যাত মহীয়সী নারীর নামে প্রতিষ্ঠিত বংশ পরবর্তী শাসকদের দুর্বলতার কারণে দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়, যা ফাতেমি বংশের পতনের কারণের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শাসকদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে ফাতেমি সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ লাবণী নতুন এলাকার একজন শাসকের কর্মকাণ্ড পড়ছিল। শাসক শাসন ক্ষমতা লাভের পর তার শাসন বংশকে একজন বিখ্যাত মহিয়সী নারীর নামে নামকরণ করেন। শাসক তার রাজত্বকে বিভিন্ন প্রদেশে ও জেলায় বিভক্ত করেন। তাতে দেশের প্রভূত উন্নতি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক অগ্রগতি হয় ফলে জনগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. 'জোহরা প্রাসাদ' কে নির্মাণ করেন? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে 'আদ-দাখিল' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ৪র্থ শাসকের আর কী কী কার্যক্রম তার রাষ্ট্রের উন্নতিতে অবদান রেখেছিল বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দেখাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জোহরা প্রাসাদ' নির্মাণ করেন তৃতীয় আব্দুর রহমান।

খ প্রথম আব্দুর রহমান স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে তাকে আদ-দাখিল বা নবাগত বলা হয়।

আব্দুর রহমান আব্বাসি খলিফা ইউসুফকে পরাজিত করে নতুন করে আবার উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠান করেন। তার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সামরিক দক্ষতার কারণেই তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার এ কার্যক্রমের জন্য তাকে আদ-দাখিল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে আমার পঠিত ফাতেমীয় খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী নিজেকে হযরত আলী (রা) ও বিবি হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধর বলে মনে করেন। তাই তার প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ইতিহাসে ফাতেমি খিলাফত নামে পরিচিত। ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী আশাতীতভাবে এক অসাধারণ ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় সর্বপ্রথম ফাতেমি খিলাফতের গোড়াপত্তন করেন।

উদ্দীপকে লাবণী এমন একজন শাসক সম্পর্কে পড়ছেন যিনি শাসন ক্ষমতা লাভের পর তার বংশের নাম একজন বিখ্যাত মহিয়সীর নারীর নামে নামকরণ করেন। যা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠার ঘটনাকেই নির্দেশ করেন। আব্বাসি খলিফাদের ইসলাম জগতে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতিবাদস্বরূপ ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। দাঈ বা প্রচারক হিসেবে ফাতেমি বংশধররা আফ্রিকায় প্রবেশ করলেও ধীরে ধীরে তারা দেশটিতে বিদ্যমান শাসকের সাথে রাজনৈতিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ইসমাঈলীয় মতাদর্শ প্রচারে বাধা দিলে তৎকালীন আগলাবি শাসক জিয়াদাত উল্লাহর সাথে ফাতেমি বংশোদ্ভূত আবু আব্দুল্লাহর সংঘর্ষ বাধে। তিনি নানা ঘটনায় শিয়া নেতা সাঈদ বিন হুসায়ুনকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ঘোষণা করেন। আল-মাহদী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তার বংশের নামকরণ করেন ফাতেমীয় বংশ। সকল কায়রোয়ানবাসী আল-মাহদীর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই মাহদী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান এবং সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান। উত্তম শাসক আর নিষ্ঠাবান সংগঠক হিসেবে আল-মাহদী ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চতুর্থ শাসকের অর্থাৎ আল-মুইজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা এবং সামরিক বাহিনীর সংস্কার কার্যক্রম তার রাষ্ট্রের উন্নতিতে অবদান রেখেছিল বলে আমি মনে করি।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় আল মুইজের পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি সুশিক্ষিত, বিদ্বান এবং সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কবি, সাহিত্যিক আলেম, কুরআনে হাফেজ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের খুবই সমাদর করতেন। এছাড়া তিনি তার শাসনামলে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী পুনর্গঠন ও সংস্কার করেন। যা শাসন সংস্কারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দীপকের একটি রাজবংশের চতুর্থ শাসকের কথা বর্ণিত হয়েছে। যিনি তার রাজত্বকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেছিলেন। ফলে তার দেশের প্রভূত উন্নতি ঘটে। এ ঘটনার মাধ্যমে ফাতেমীয় বংশের চতুর্থ শাসক আল-মুইজকে নির্দেশ করা হয়েছে। তবে আল-মুইজের অনুরূপ কার্যক্রম ছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতিতে প্রভূত ভূমিকা পালন করেছিল। কেননা আল-মুইজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি সুশিক্ষিত, সুবক্তা এবং বহু ভাষাবিদ ছিলেন। তার অনুপ্রেরণায় বহু জ্ঞানী-গুণী রাজ দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আরবি ভাষায় তার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন। সুদানি ভাষায় তার পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কায়রো ও মনসুরিয়ায় বহু পাঠাগার স্থাপন করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে খলিফা আল-মুইজ ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে তার অবদান সম্পর্কে সৈয়দ আমির আলি বলেন তিনি নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যের মামুন ছিলেন এবং তার শাসনকালে উত্তর আফ্রিকা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এছাড়াও খলিফা আল-মুইজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, রাজ্য জয় ও বহিঃশক্তির হাত হতে দেশকে রক্ষা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী পুনর্গঠন ও সংস্কার করে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। ফলে তার রাজত্বকালে স্পেন অসামান্য অগ্রগতি সাধন করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ তার শাসনামলে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি সাধন এবং সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, যা তার রাষ্ট্রকে অধিক শক্তিশালী ও উন্নত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৪ আক্কেলপুর পরগনার জমিদার ছিলেন সালামত শিকদার। তিনি ছিলেন খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। কখনো তিনি প্রজাদের প্রতি অত্যাচারী নীতি আবার কখনো তিনি প্রজাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেছেন। তার রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারি মানুষ বাস করতো। তিনি কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি ক্ষুব্ধ আচরণ করতেন, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে উক্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। তিনি সময়ের কাজ সময়ে করতেন না। যেমন, গরম কালের কাজ শীতকালে, আবার শীতকালের কাজ গরমকালে করতেন। তিনি তার কোনো কাজে কারো পরামর্শ গ্রহণ করতেন না। যার কারণে তার রাজ্যের প্রজাসাধারণ মাঝে মাঝে দুর্ভোগে পড়তো। তবে তিনি বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। প্রজাসাধারণের বিদ্যার্জনের জন্য তিনি একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটতো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা হতো।

[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর]

ক. কত খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ফাতেমীয় কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন ফাতেমীয় খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ফাতেমীয় খলিফার কৃতিত্বসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) ও নবিকন্যা ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত।

ফাতেমি খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসমাঈলীগণের সহায়তায় উত্তর আফ্রিকায় ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ সালে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে।

ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিম ছিলেন খামখেয়ালী প্রকৃতির শাসক। তিনি ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। উদ্দীপকেও অনুরূপ খামখেয়ালী কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের জমিদার একজন খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। তিনি সময়ের কাজ সময় মতো করেন না। গরম কালের কাজ শীতকালে, আবার শীত কালের কাজ গরমকালে করতেন। কখনো নাচ-গান করতেন আবার কখনো ধর্মীয় কাজে নিমগ্ন থাকতেন। অনুরূপভাবে খলিফা হাকিমও ছিলেন খামখেয়ালী প্রকৃতির শাসক। তিনি ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন— দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের জমিদারের কর্মকাণ্ডে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ফাতেমীয় খলিফা অর্থাৎ আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে অসামান্য অবদান রাখেন।

আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও আল-হাকিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের জমিদার খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ হলেও তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। প্রজা সাধারণের বিদ্যার্জনের জন্য তিনি একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আবু হানিফ নিজেকে একটি বিশেষ বংশের লোক দাবি করেন। তিনি তার এক সহকারীর দ্বারা কোনো গ্রামের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং নিজ বংশের শাসনব্যবস্থা চালু করেন। তার বংশের অন্যতম সেরা শাসক ছিলেন আবু জাফর যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখেন। তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীতে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত হয়। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

https://teachingbd24.com

ক. ইসনা আশারিয়া কারা? ১
খ. ফাতেমীয় কারা? ২
গ. আবু হানিফের প্রতিষ্ঠিত বংশের সাথে তোমার পঠিত কোন বংশ প্রতিষ্ঠার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আবু জাফরের সাথে উক্ত বংশের কোনু ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসনা আশারিয়া হলো শিয়া সম্প্রদায়ের দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) ও নবিকন্যা ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত।
ফাতেমি খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসমাঈলীগণের সহায়তায় উত্তর আফ্রিকায় ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ সালে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ আবু হানিফার প্রতিষ্ঠিত বংশের সাথে আমার পঠিত ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠার মিল রয়েছে।
কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইনকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শিয়া আন্দোলন নতুন গতি পায়। শিয়ারা আব্বাসি খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জোর আন্দোলন চালাতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করে। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়ামেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাঈলি প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেয়। ফাতেমি ইতিহাসে আশ-শিয়ী ও মুয়াল্লিম হিসেবে পরিচিত আবু আব্দুল্লাহ ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা দেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে আফ্রিকায় ইসমাঈলীয়রা শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে।
উত্তর আফ্রিকার আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহ ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচারে বাধা দিলে আবু আব্দুল্লাহর সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চের যুদ্ধে জিয়াদাতুল্লাহ পরাজিত হয়ে রাক্কাদায় পলায়ন করেন। আগলাবি রাজধানী দখল করে আব্দুল্লাহ শিয়া ইমাম সাঈদ বিন-হুসাইনকে রাক্কাদায় আমন্ত্রণ জানান। সাঈদ পুত্র কাসিম ও আব্দুল্লাহর ভাই আব্বাসকে নিয়ে ইফ্রিকিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু আব্বাসি খলিফা মুকতাদী গুপ্তচরের সাহায্যে তাদের গ্রেফতার করেন। এ সংবাদে আবু আব্দুল্লাহ সিজিলমাসা আক্রমণ করে তাদের উদ্ধার করেন। অতঃপর আবু আব্দুল্লাহ সাঈদকে নিয়ে কায়রোয়ানে প্রবেশ করেন এবং সাঈদ বিন-হুসায়নকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবেই উত্তর আফ্রিকাতে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ আবু জাফরের শিক্ষা উন্নয়নের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-আজিজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মিল রয়েছে।
আল-মুইজের মৃত্যুর পর পুত্র আল-আজিজ ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'আল ইমাম আবু মনসুর নিজার আল-আজিজ বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনমালে ফাতেমি শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। আল-আজিজ একজন কবি ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
উদ্দীপকের আবু জাফরের শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়টিকে কলেজে উন্নীত করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আল-আজিজ শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত আল-আজহার মসজিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন। এছাড়াও সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সরস-বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করতেন। ললিতকলায় তিনি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তাঁর প্রাসাদে এক ধরনের নয়নাভিরাম সংগ্রহ ছিল। তিনি আল-আজহার মসজিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন। সংস্কৃতির বিকাশে তার বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। এছাড়া তিনি বহু, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আবু হানিফের সাথে খলিফা আজিজের শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশের খলিফা আল-মুইজের সম্মতিক্রমে খলিফার প্রাসাদের দক্ষিণে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কন্যা হযরত ফাতেমার (রা.) স্মৃতির স্মরণে খলিফার প্রধান সেনাপতি জওহরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি নির্মাণের মাধ্যমে ফাতেমি খিলাফতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ফাতেমী খলিফা আল-হাকিমের আরেকটি অনবদ্য সৃষ্টি হলো দারুল হিকমা। *[মিরপুর কলেজ, ঢাকা]*
ক. ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. দারুল হিকমা সম্পর্কে বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে মসজিদের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে যা জান লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন জিনিসটিকে আল-হাকিমের অনবদ্য সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে যে মসজিদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ আল-আজহার মসজিদটি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর নির্মাণ করেছিলেন।
খলিফা আল-মুইজ ফাতেমি শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সততা, জ্ঞান গরিমা, মননশীলতা, সংকল্পের দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত খলিফা আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি খিলাফতের গৌরব। তার শাসনামলেই সেনাপতি জওহর মিসর জয় করে সেখানে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উদ্দীপকেও এ মসজিদ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।
উদ্দীপকে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি কর্তৃক হযরত ফাতেমা (রা)-এর স্মৃতি স্মরণে একটি মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। মূলত খলিফা আল-মুইজের সুযোগ্য সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করে আল-কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়পত্তন করেন। সেনাপতি সেখানে বিবি ফাতেমাতুজ জোহরার স্মরণার্থে ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মসজিদটির নির্মাণে ইট, মর্মর পাথর, কাঠ, পাথর ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। মসজিদটির দেয়াল উত্তর-পশ্চিমে ২৭৮ ফুট, দক্ষিণ-পূর্বে ২৯৭$\frac{৪}{৩}$ ফুট, উত্তর-পূর্বে ২১৬ ফুট এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ২২৩$\frac{১}{২}$ ফুট ছিল। পরবর্তীকারে খলিফা আল-আজিজ এ মসজিদে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এ পাঠাগারই পরবর্তীকালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি হয়ে বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করেছে। উদ্দীপকেও আল-আজহার মসজিদের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে দারুল হিকমাকে আল-হাকিমের অনবদ্য সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে এ প্রতিষ্ঠানটিকেই আল-হাকিমের অনবদ্য সৃষ্টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
উদ্দীপকে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের দারুণ হিকমাকে অনবদ্য সৃষ্টি বলা হয়েছে। খলিফা আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায়

https://teachingbd24.com

বহু মসজিদ,স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পন্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পন্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা আল-হাকিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে অসামান্য কীর্তি হলো দারুল হিকমা নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা। যেটি তাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

প্রশ্ন ▶২৭ খলিফা রামীম রেহাত সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

[সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জ]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. 'দারুল হিকমা' সম্পর্কে টীকা লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের কোন খলিফার বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে-তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে।
পিতা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর আবু তামিম মাদ 'আল-মুইজ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন। ফাতেমি খিলাফতের তিনি চতুর্থ খলিফা। তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা ফাতেমি সাম্রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের খানিকটা উদ্দীপকের শাসকের মধ্যে লক্ষণীয়।
উদ্দীপকের শাসক রামীম রেহাত সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের ক্ষেত্রেও এমনটিই লক্ষণীয়। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেখানে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তার পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি নিজেও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। শাসনক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ফাতেমি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের বৈশিষ্ট্যাবলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার অর্থাৎ আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।
খলিফা আল-মুইজের সিংহাসন আরোহণ ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনকল্যাণমুখী এই শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার বলেই তিনি নিজ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষে উন্নীত করেন। উদ্দীপকে তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যই ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকে খলিফা আল-মুইজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ফাতেমি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি খিলাফতের নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। মরক্কো, সিসিলি, মিসর বিজয় করে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তার অসাধারণ দক্ষতায় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নে তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করেন। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অমায়িক ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তার রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে তার প্রতিষ্ঠিত নানা স্থাপত্যকর্মে। আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত দিকগুলো উদ্দীপকে উল্লেখ নেই।
ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তার দক্ষতার সামান্য পরিচয়ই আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে আমরা সঠিক বলতে পারি।

প্রশ্ন ▶২৮ নিশাত মজুমদার প্রথম বাংলাদেশি নারী যিনি ১৯ মে ২০১২ খ্রি. এভারেস্টের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এর ফলে বাংলাদেশি নারীদের সম্মান বিশ্ব দরবারে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। হয়তো এমন একদিন আসবে তার বংশের লোকজন তার পরিচয়ে দেশজুড়ে পরিচিতি লাভ করবে। আরবীয় মুসলমানরাও তাদের প্রতিষ্ঠিত একটি শাসনব্যবস্থার নামকরণ করেছিল তাদেরই পূর্বকার একজন মহীয়সী নারীর নামে।

[বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা]

ক. ক্রুসেড (Crusade) শব্দের অর্থ কী? ১
খ. শিয়াদের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহীয়সী নারীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বংশের গোড়াপত্তন কীভাবে ঘটে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রুসেড শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ।

খ ইসলামের ইতিহাসে 'শিয়া' বলতে মহানবি (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা)-এর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকেই বোঝায়।
শিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে দল। 'শিয়া' হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা একমাত্র মহানবি (স)-এর গোত্রভুক্ত। বিশেষ করে মুহম্মদ (স)-এর কন্যা ফাতিমা এবং তার স্বামী আলীর অনুসারী। ইসলামে 'খিলাফত' ও 'ইমামত' প্রশ্নে যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা হযরত আলী (রা) কে সমর্থন করে রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল তারাই শিয়া।

গ উদ্দীপকে আমার পাঠ্যবইয়ের মহিয়সী নারী হযরত ফাতেমা (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
হযরত ফাতেমা (রা) শুধু নবিকন্যা হিসেবে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে মহীয়সী নারী চরিত্র হিসেবেও পরিচিত। আরবের মুসলমানগণ তৎকালীন শাসনব্যবস্থার নামকরণ করেন হযরত ফাতেমার নামানুসারে। অর্থাৎ ইসলামের চতুর্থ খলিফা মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) ও নবিকন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। তবে ফাতেমিরা প্রকৃতই হযরত ফাতেমার বংশধর কিনা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে খালদুন, ইবনুল আসির, মাকরিজী, আবুল ফিদা, পি. কে. হিট্টি এবং আধুনিক গবেষক এইচ মেমরের মতে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী তথা ফাতেমিরা ফাতেমি বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে আল সুয়ুতি, তাগরিবেরদি, ইবনে ইজারী, ইবনে খাল্লিকান প্রমুখ ওবায়দুল্লাহকে জনৈক ইহুদির সন্তান বলেছেন।
ইসলামে নবি তনয়া হযরত ফাতিমা (রা) কে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে বর্তমান বিশ্বের নারী সমাজ একইভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে, উদ্দীপকের উদাহরণ যার প্রকৃত প্রমাণ।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাম্রাজ্য অর্থাৎ ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবের ফসল।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। এরা ছিল ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কারবালার বিষাদময় ঘটনার পরবর্তীতে ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-ময়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাঈলীয় প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। পরে কাতামা গোত্রের সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত করে সাঈদ-বিন-হুসায়নকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা উদ্দীপকের সভ্যতার উত্থানের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যময়।

প্রশ্ন ▶২৯ অগাস্টাস সিজার ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনাকারী। তার সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। গড়ে ওঠে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন পণ্ডিতদের আগমন ঘটে। এ সকল পণ্ডিত দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও ভূগোল বিষয়ক নানা গ্রন্থাবলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ, রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও জনহিতকর কার্যাবলিতে তার অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

[বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইল]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের অগাস্টাস সিজারের সাথে কোন ফাতেমীয় খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের অগাস্টাস সিজারের ন্যায় উক্ত শাসক বা খলিফাও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও প্রজারঞ্জক কার্যাবলি সম্পাদন করেছিলেন'— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ অগাস্টাস সিজারের কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-আজিজের কর্মকাণ্ডের মিল পরিলক্ষিত হয়।

একজন শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্যের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিছু কিছু শাসক রয়েছেন যারা জনকল্যাণের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে অসাধারণ ভূমিকা রেখে সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এ বিষয়টিই অগাস্টাস সিজারের সাথে খলিফা আল-আজিজের মেলবন্ধন রচনা করেছে।

অগাস্টাস সিজার রোমান সাম্রাজ্যে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জনহিতকর কাজের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে তার অবদান অতুলনীয়। একইভাবে খলিফা আল-আজিজ সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে এর বিস্তৃতি এবং জনকল্যাণে যেমন মনোযোগী হয়েছিলেন, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পের বিকাশেও ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত ছিলেন। তাই শিক্ষার প্রসারে তিনি আল-আজহার মসজিদে একটি শিক্ষায়তন যুক্ত করেন। এছাড়া তিনি বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তিনি বিলাসিতা ও জাঁকজমক পছন্দ করতেন। তার সময়ে নির্মিত সোনালি প্রাসাদ, মুক্তমঞ্চ তার স্থাপত্য অনুরাগের অন্যতম প্রকৃত উদাহরণ। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেও ব্যাপক অবদান রাখেন। উল্লিখিত কর্মকাণ্ডই রোমান সম্রাট অগাস্টাস সিজার এবং খলিফা আল-আজিজের মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

ঘ উদ্দীপকের শাসকের ন্যায় খলিফা আল-আজিজও ফাতেমি খিলাফতের বিস্তৃতি ও জনহিতকর কাজে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।

খলিফা আল-আজিজের শাসনামল ফাতেমি খিলাফতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জনহিতকর কার্যাবলি, দক্ষ শাসননীতি তাকে ইতিহাসে বিশেষ পরিচিতি দান করেছে। ফাতেমি খিলাফতকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যেতে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, যার মধ্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এবং জনকল্যাণমুখী কার্যাবলি অন্যতম।

রোমান সম্রাট অগাস্টাস সিজার যেমন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদনে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, তেমনি খলিফা আল-আজিজও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ করেন। তিনি সমগ্র সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার কিছু অংশে ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে ফাতেমি খিলাফত ফোরাত নদীর সীমা থেকে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তিনি তার সাম্রাজ্যকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। একজন সুদক্ষ শাসক হিসেবে তিনি জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সবার কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সেনাবাহিনীর সংস্কার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অতুলনীয়।

খলিফা আল-আজিজ একজন জ্ঞানী, দানশীল ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধির পাশাপাশি তিনি খিলাফতের সুনাম, গৌরব ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির প্রতিও সচেতন ছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দমন করে সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে সুখ-সমৃদ্ধিতে রাজ্য পরিচালনাই তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি পুরোপুরি সফল হয়েছিলেন। প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি তার এ সফলতারই ইঙ্গিত প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶৩০ আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর তার সিংহাসনকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য খোরাসানের শাসনকর্তা আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। তিনি তাবারিস্তান ও গীলান অধিকারের পর দায়লাম অধিকার করেন। খলিফা মনসুরের চিরস্মরণীয় গৌরবময় কীর্তি একটি নতুন নগরী স্থাপন করেন। তার নাম অনুসারে এই নগরীর নাম রাখা হয় মনসুরীয়া এবং নতুন নগরীতে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়।

[সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর]

ক. মিসর বিজয়ী সেনাপতির নাম কী? ১

খ. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ২

গ. আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের শাসনের সাথে ফাতেমীয় খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর শাসনের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপরোক্ত দুই শাসকের মধ্যে তোমার মতে কোন শাসক অধিক কৃতিত্বের দাবিদার? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিসর বিজয়ী সেনাপতির নাম জওহর।

খ আল-আজহার মসজিদ পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

আল-মুইজের সেনাপতি জওহর মিসর জয়ের পর সেখানে বিবি ফাতেমাতুজ জোহরার স্মরণার্থে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে খলিফা আল-আজিজ এ মসজিদে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এ পাঠাগারই পরবর্তীকালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করেছে।

গ খিলাফতের অস্তিত্বকে শঙ্কামুক্ত করা, রাজ্য জয় এবং নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী স্থাপন করার দিক দিয়ে আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর এবং ফাতেমি খলিফা আল-মাহদীর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

ফাতেমি খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী মক্কায় রাজধানী স্থাপন করে নবম খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতের সূচনা করেন। তিনি নিজ খিলাফতকে

Teachingbd24.com

কন্টকমুক্ত করার জন্য উদ্দীপকের খলিফার ন্যায় নিষ্ঠুর কাজ করতেও দ্বিধা করেননি। আর এ বিষয়টিই তাদের মধ্যে প্রথমত সাদৃশ্য গড়ে দিয়েছে।

খলিফা আল-মনসুর যেমন নিজ সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করে দক্ষতাসম্পন্ন সেনাপতি আবু মুসলিমকে অন্যায়ভাবে সবার অলক্ষ্যে হত্যা করেছিলেন, ঠিক তেমনি আল-মাহদী আবু আবদুল্লাহ এবং আব্বাসকে হত্যা করেন। খলিফা মনসুরের ন্যায় আল-মাহদীও সিংহাসনে আরোহণের পর রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন এবং সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা, ইদ্রিসি, লিবিয়া ও মৌরিতানিয়া জয় করেন। তাছাড়া খলিফা মনসুরের বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠার ন্যায় আল-মাহদী প্রতিষ্ঠা করেন মাহদীয়া নগরী এবং এ নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আব্বাসি খলিফা মনসুর যেভাবে ইতিহাসে সমালোচিত এবং বিখ্যাত হয়েছেন, ঠিক একইভাবে ফাতেমি খলিফা আল-মাহদীও তার সমালোচনা ও খ্যাতির ভাগ নিয়েছেন। তাই বলা যায়, তারা দুজনেই একে অন্যের প্রতিরূপ।

ঘ উপর্যুক্ত দুই শাসকের মধ্যে আমার মতে, আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

উদ্দীপকের শাসক আল মনসুর এবং ফাতেমি খলিফা আল-মাহদী ইতিহাসে সমানভাবে সমালোচিত হলেও কৃতিত্বের দিক দিয়ে আমি আল-মনসুরকে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মনে করি।

আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর কিছুটা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেও ইতিহাসে তাঁর শাসনামল গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে খলিফা আল-মনসুরই ছিলেন আব্বাসি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রাজ্য বিস্তার, বিদ্রোহ দমন, সেনাবাহিনী সুদৃঢ়করণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে খলিফা আল-মাহদীর রাজ্যজয় এবং রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কিছু উদাহরণ থাকলেও তা খলিফা-মনসুরের তুলনায় নিতান্তই কম।

সিংহাসনে আরোহণ করেই আল-মনসুর তার চাচা আবদুল্লাহর রোষানলে পড়েন। অত্যন্ত কৌশলে তিনি এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। কিন্তু আল-মাহদীকে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। ইতিহাস বিখ্যাত বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা খলিফা আল-মনসুরের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, কুরআন-হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। খলিফা আল-মনসুর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান, নতুন সভ্যতার সৃষ্টিকারী হিসেবে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন। বিশ্ব মুসলিমের দৃষ্টিতে তিনি রাজ্যে সুন্নি মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। উল্লিখিত কৃতিত্বের জন্য আল-মনসুরকে আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কিন্তু মাহদী ফাতেমি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, কিছু মিল থাকলেও সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা, জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি, রাজ্যে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খলিফা আল মনসুর ফাতেমি খলিফা আল-মাহদী থেকে অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶৩১ হান্নানদের গ্রামের জামে মসজিদে একটি গ্রন্থাগার আছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এ গ্রন্থাগারটি আরও সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। অনেক পুস্তক এখানে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রামের জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এটি জ্ঞানচর্চার একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে। মসজিদের ইমামের উদ্যোগে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহায়তায় মসজিদের পাশেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হয়। এর ফলে গ্রামের শিক্ষা বিস্তারে আমূল পরিবর্তন আসে। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ফাতেমীয় খিলাফত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কোন খলিফা এবং কীভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে? ৩

ঘ. উক্ত খলিফার সময়কালে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অবদান ও উদ্দীপকে উল্লিখিত মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির তুলনামূলক বিবরণ দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমীয় খিলাফত মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ন্যায় খলিফা আল-মুইজ নির্মিত আল-আজহার মসজিদটি পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী ফাতেমি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতেমি শাসকগণ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে মিসরকে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করে। এ ক্ষেত্রে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের অবদান সর্বাধিক। তিনি মিসরের কায়রো শহরে বিশ্বখ্যাত আল-আজহার মসজিদ নির্মাণ করেন, যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হান্নানদের গ্রামের মসজিদে গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারটি গ্রামের জ্ঞানপিপাসুদের জন্য জ্ঞানচর্চার একটি ক্ষেত্র, যার পাশেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হয়। অনুরূপভাবে ফাতেমি খলিফা আল মুইজের সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করে আল কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়াপত্তন করেন। সেখানে তিনি বিবি ফাতেমাতুজ জোহরার স্মরণে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। খলিফা আল-আজিজের সময়ে এ মসজিদটিতে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়, যা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বর্তমানে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অর্জন করেছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে আমরা ফাতেমিদের অন্যতম স্থাপত্যিক নিদর্শন আল-আজহার মসজিদেরই ইঙ্গিত পাই।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় খলিফা আল-মুইজ নির্মিত আল-আজহার মসজিদটি শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছিল।

খলিফা আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম পৃষ্ঠপোষক। আল আজহার মসজিদ নির্মাণ ও পরবর্তীতে এর সাথে তিনি একটি বিদ্যায়তন যুক্ত করেন, যা পরবর্তীতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, হান্নানদের গ্রামে জামে মসজিদে একটি গ্রন্থাগার আছে। মসজিদের ইমামের উদ্যোগে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহায়তায় মসজিদের পাশেই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ফলে গ্রামের শিক্ষা বিস্তারে আমূল পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে, খলিফা আল-মুইজ মিসরের কায়রো শহরে বিখ্যাত আল আজহার মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে খলিফা আল-আজিজ এখানে একটি পাঠাগার নির্মাণ করেন। এটিই পরে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমান বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অর্জন করেছে, ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এখানে ক্লাস শুরু হয়। শুরুতে এখানে কেবল কুরআন ও ইসলামি আইনশাস্ত্রের পাঠ দেওয়া হতো। কালক্রমে এর পাঠক্রমে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামি জ্যোতির্বিদ্যা, মুসলিম দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা অর্ন্তভুক্ত করা হয়। দেশি-বিদেশি বিজ্ঞ পন্ডিতদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গণ্য করা হয়।

মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অবদান অতুলনীয়। শিক্ষা বিস্তারে উদ্দীপকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদটির অবদান এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সামঞ্জস্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com